বর্তমান বিশ্বে
ইসলামের বিরুদ্ধে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র

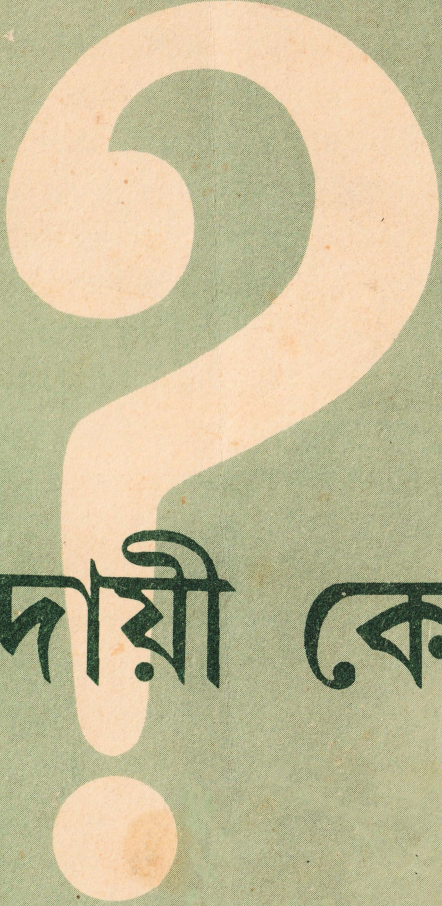

দায়ী কে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

ইসলামের বিরুদ্ধে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র : ইহার জন্য দায়ী কে ?

পাকিস্তানের ন্যায় এখন অন্যান্য দেশেও 'ইসলাম-দুশমন' চক্রের পক্ষ হইতে আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে আপাদমস্তক সর্বৈব মিথ্যা অপবাদের উপর ভিত্তি করিয়া বিপুল সংখ্যক প্রচার-পত্র ও বই-পুস্তক ছড়ানো হইতেছে। এই সব গুলির ভাষা ও বাকভঙ্গী অত্যন্ত লোক উস্কানী-মূলক, গর্হিত ও অশ্লীল। তীব্র ঘৃণা ও দাঙ্গা বিস্তারের উদ্দেশ্যে সাধারণ-ভাবে দেওবন্দী ও জামাতে ইসলামী এবং আহরারী (খতমে-নবুয়ত মজলিস)-এর আলেমদের পক্ষ হইতে পরি-চালিত এই অভদ্র ও অশুভ অভিযানটি ইসলামী শিক্ষা ও নীতির দিক হইতে অত্যন্ত আপত্তিকর ও নিন্দনীয়। যেহেতু উল্লিখিত শ্রেণীর আলেমদের সাবেক কার্যকলাপ ও ভূমিকার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সর্বদা তাহারা ইসলাম-বিদ্বেষী শক্তি-গুলির ইঙ্গিতে মুসলমানদিগকে পরস্পর ঘৃণা-বিদ্বেষ ও দাঙ্গা-কলহ এবং রক্তপাতের শিক্ষা দিয়া আসিয়াছে। * সেইহেতু আমরা সন্দেহাতীত প্রত্যয় ও বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি যে, এই

---

* বিস্তারিতভাবে জানার জন্য দেখুন '১৯৫৩ সনের পাঞ্জাব দাঙ্গা সম্বন্ধে জাস্টিস মুনিরের তদন্ত রিপোর্ট' ১৭৭-১৭৮ পৃঃ ; 'ফরমানে কায়েদে আজম' ; দৈনিক ইনকিলাব (লাহোর) ১৯৪৫।

অভিযানের পশ্চাতেও কতিপয় অদৃশ্য শক্তির নাপাক হাত কাজ করিতেছে, যাহারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অর্থ-সম্পদের সাহায্যে তাহাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার হিসাবে উক্ত আলেমদিগকে ব্যবহার করিতেছে।

ঘৃণা বিস্তারের অভিযানের এই অপকৌশল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং বই-পুস্তিকার মাধ্যমে চালান হইতেছে। এগুলির মধ্যে লিপিবদ্ধ আপত্তিগুলির প্রতিটিরই যুক্তিযুক্ত ও জ্ঞানগর্ভ বিশদ উত্তর বিভিন্ন সময়ে বহুবার জামাতে আহমদীয়ার পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সাধারণ মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ লোক-মুখে শুনা কথার উপর, সত্যাসত্য যাচাই না করিয়াই আস্থা স্থাপন করিয়া বসে। অনুসন্ধান করার মত তাহাদের হাতে সময়-সুযোগ থাকে না এবং অনুসন্ধানের ঝামেলায় পড়ার মত তাহাদের ধৈর্য ও আগ্রহের অভাবও রহিয়াছে।

কোন কোন সময় বড় বড় শক্তিশালী ফের্কা বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিষোদ্গীরণ ও উস্কানিমূলক একতরফা অভিযানের প্রভাব প্রতিফলিত হইয়া থাকে। কিন্তু এমন একটি দুর্বল জামাতের বিরুদ্ধে, যাহারা কোন কোন দেশে নিজেদের আত্মরক্ষার মৌলিক অধিকার হইতেও বঞ্চিত এমন একটি অসহায় জামাতের বিরুদ্ধে এই ধরনের অপপ্রচার কেনইবা আবহাওয়াকে বিষাক্ত করিয়া তুলিবে না? আর পাকিস্তানে তো শত শত আহমদীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইতেছে,

শুধু এই কারণে যে, তাহাদের অপরাধ কেবল ইহাই যে তাহারা পবিত্র কুরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে দলিল-প্রমাণের দ্বারা অত্যন্ত ভদ্রোচিত ও শালীন ভাষায় তাহাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত উত্তেজনামূলক প্রপাগাণ্ডার উত্তর দানের প্রয়াস পাইয়াছিল। অতএব, অবিরামভাবে প্রচারিত একতরফা মিথ্যা শুনিয়া শুনিয়া শুধু সরলমনা জনসাধারণই নয় বরং অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও এই ধারণা করিয়া নেয় যে, আহমদীয়া জামাত নাউযুবিল্লাহ একটি নেহায়েত ইসলাম-বিরোধী আন্দোলন, ইহা মুসলিম জাহান ও 'খাতামিয়াতে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা' সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য অত্যন্ত সঙ্গীন বিপদ। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া সকল প্রকার জুলুম, নির্যাতন ও রক্তপাতের কর্মকাণ্ড বৈধকরণকে ইসলামের খাঁটি খেদমত বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং আহমদীদের বক্তব্য শ্রবণ করাটাও 'গোণাহে কবিরা' বলিয়া প্রচার করা হয়।

আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে, এই ধরণের সকল মিথ্যা অপবাদের যথাযথ জ্ঞানগর্ভ উত্তর আমাদের বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকায় মওজুদ রহিয়াছে। প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ও সত্যান্বেষী ব্যক্তি যখন ইচ্ছা সেই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া নিজেই ফয়সালা করিতে পারেন। উত্তর সম্বলিত উক্ত পুস্তকাদির সংক্ষিপ্ত তালিকা অত্র পুস্তিকার শেষে দ্রষ্টব্য।

এখানে আমরা শুধু একথাই বলিতে চাই যে যদিও এ সকল অপবাদের ভিত্তি বাহ্যতঃ সেলসেলা আহমদীয়ার পুস্তকাবলী

হইতে গৃহীত উদ্ধৃতি সমূহের উপরে রচিত হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সকল উদ্ধৃতি পূর্বাপর বর্ণনার প্রসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন ও বিকৃত করিয়া এমনভাবে পেশ করা হইয়াছে যাহাতে পাঠক বিভ্রান্ত হইয়া আহমদীদের সম্বন্ধে এমন সব কথা আরোপ করেন, যেগুলি আদৌ তাহাদের আকীদা ও বক্তব্য নয়। এইরূপে সর্বসাধারণকে ধোকা দিয়া যাহা কিছু বুঝান হয় সেগুলির মধ্যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে পেশ করা হইতেছে।

'কলেমা' মুখে এক, অন্তরে ভিন্ন ?!

বলা হয় যে, "আহমদীরা মুখে তো মুসলমানদেরই কলেমা পাঠ করে অর্থাৎ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'—(আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই এবং মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার প্রেরিত রাসূল), কিন্তু অন্তরে তাহারা মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর স্থলে 'গোলাম আহমদ কাদিয়ানী' পাঠ করিয়া থাকে।"

আমাদের সর্বপ্রথম উত্তর, আল্লাহ একমাত্র অন্তর্যামী এবং 'লানাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন' (—মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হউক)। 'আলেমুল গাইবে ওয়াশ্‌শাহাদাহ' —'দৃশ্য-অদৃশ্য সকল বিষয়ে জ্ঞাত' খোদাতায়ালা নিশ্চয় জানেন যে আমরা সর্বান্তঃকরণেই তাঁহার তৌহীদ ও সর্বশ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী এবং আমরা মক্কী ও মাদানী, শাহে বাত্‌হা, আমেনার দুলাল, মানব শ্রেষ্ঠ খাতামান্‌-নাবীয়ীন হযরত মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামেরই কলেমা পাঠ করিয়া থাকি

এবং উক্ত কলেমা ব্যতীত আর কাহারো কলেমা পাঠ করি না— না মুখে, না অন্তরে। আমাদের ঈমান এই যে, যে ব্যক্তি মুখে তাঁহার (সাঃ) নাম উচ্চারণ করে, কিন্তু অন্তরে অন্য কাহারও কলেমা পড়ে সে অভিশপ্ত এবং জামাত আহমদীয়ার সহিত তাহার কোন দূরবর্তী সম্পর্কও নাই।

অতএব, এই বিষয়ে আমরা যদি মিথ্যাবাদী হই, তাহা হইলে আল্লাহতায়ালার অজস্র লা'নত আমাদের উপরে পতিত হউক এবং আমাদের অস্তিত্বকেই যেন তিনি নিশ্চিহ্ন করিয়া দেন। পক্ষান্তরে দেওবন্দী ও মওদুদী (জামাতে ইসলামী) এবং আহরারী (মজলিসে খতমে নবুয়ত) পন্থী মৌলবীগণ যদি মিথ্যাবাদী হইয়া থাকেন, তাহাহইলে আল্লাহতায়ালা যেন তাহাদের অন্তরে খোদা-ভীতি সৃষ্টি করেন এবং ইহার ফলে সর্বৈব মিথ্যা অপবাদ রটনার লা'নত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করেন।

কোন ব্যক্তি মুখে বলে এক এবং অন্তরে অন্যকিছু একথা বলার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহতায়ালারই, এবং কুরআন করীম কোন বান্দাকেই এরূপ বলার অধিকার দেয় নাই। আমাদের বিরুদ্ধ-বাদী মৌলবী সাহেবরাও তাহাদের পত্র-পত্রিকার শিরোনামে যে আয়াতটি লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন উহাতে আল্লাহতায়ালার এই ঘোষণা রহিয়াছে—يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم و الله اعلم بما يكتمون অর্থাৎ, "তাহারা মুখে যাহা উচ্চারণ করিতেছে, উহা তাহাদের অন্তরের কথা নয় এবং যাহা

তাহারা গোপন করিতেছে তাহা শুধু আল্লাহতায়ালাই জানেন !"
(সুরা আলে-ইমরান, ১৬৭ আয়াত)

অতএব, আপনারা আমাদের এই মৌলভী সাহেবানকে বুঝান যেন তাহারা খোদার ওয়াস্তে আল্লাহতায়ালাকে ভয় করেন এবং তাহাদের বান্দাদের উপর নির্যাতন চালাইবার অভিলাসে নিজেরা খোদার আসনে না বসেন।

আমাদের বিরুদ্ধবাদী আলেমগণ সরল-মনা মুসলমান জন-সাধারণকে এই কথা বলিয়া উত্তেজিত করিয়া থাকেন যে 'আহমদীরা মুখে ও অন্তরে ভিন্ন কলেমা পড়ে ; ইহারা মৌখিক-ভাবে তো ইসলামী কলেমা পাঠ করে, কিন্তু অন্তরে ভিন্ন কলেমা পড়ে। সেইজন্য ইহাদিগকে ইসলামী কলেমা আদৌ পাঠ করিতে দিওনা, ইত্যাদি।' এই সব উস্কানী সম্পূর্ণ জুলুম, এবং যুক্তি বিরুদ্ধ শিক্ষা। যখন তাহারা (উলামা) নিজেরাই স্বীকার করেন যে, আহমদীরা মুখে যে কলেমা উচ্চারণ করে অথবা মসজিদে বা ব্যাজে লিখিয়া থাকে তাহা ইসলামী কলেমাই বটে, তখন এই কলেমাকে নিশ্চিহ্ন করা এবং ইহার অবমাননা করার শিক্ষা দেওয়া ধৃষ্টতাপূর্ণ অজ্ঞতার পরিচয় নয় কি ? আহমদীগণের অন্তরে যদি মিথ্যা কলেমা থাকে, তাহা হইলে সেই মিথ্যা কলেমাটিকে তাহাদের অন্তর হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিন কিন্তু মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র কলেমাকে নিশ্চিহ্ন করাটা কোথাকার ইসলামী মানবতা ও শিষ্টাচার এবং কিরূপ মুসলমানের কাজ ?!

যেহেতু কাহারো অন্তরের নাগাল পাওয়াতো তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কাজেই তাঁহারা শুধু আহমদীদের মুণ্ডুপাতই করিতে পারিবেন, অথবা তাহাদের অন্তঃকরণ খোঁচাইয়া জর্জরিত করিতে পারিবেন। কারণ তাহাদের মতে আহমদীদের অপরাধ এই যে তাহারা মুখে ও অন্তরে ভিন্ন কলেমা পড়ে।

তবে এই প্রেক্ষিতে তাহারা 'সর্দারে-দু-আলম' হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এ ফয়সালাটিও জানিয়া রাখুন যে কোন এক যুদ্ধে জনৈক সাহাবী (হযরত উসামা বিন যায়েদ) সম্মুখ-সমরে পরাজিত এক শত্রু সৈনিক কলেমা পাঠ করা সত্বেও তাহাকে এই ধারণার ভিত্তিতে হত্যা করিলেন যে প্রাণের ভয়ে শুধু মুখেই সে কলেমা উচ্চারণ করিয়াছে, অন্তরে নয়। উক্ত ঘটনা শুনিয়া নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ) এত বেশী অসন্তুষ্ট হইলেন যে সারা জীবনে কখনও তিনি এত নারাজ হন নাই, এবং বার বার বলিতে থাকিলেন যে, "হে উসামা! সেই দিন তোমার অবস্থা কেমন হইবে যখন 'কলেমা' তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে?"

(সহী মুসলিম, কিতাবুল-ঈমান)।

এখন আপনারা এই জ্ঞানী মৌলবী সাহেবদিগকে কি মনে করিবেন এবং কি বুঝিবেন, যাহারা হুজুর পাক সালাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উক্ত ফয়সালা জ্ঞাত থাকা সত্বেও আহমদীদিগকে এই যুক্তিতে হত্যা করিতে বলে যে তাহাদের কলেমা মুখে এক, অন্তরে ভিন্ন?

আমাদের ঈমানতো এই, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কথা অমান্য করে, সে অবশ্যই আল্লাহর অভিশপ্ত, কিন্তু এই পৃথিবীতে তাহাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কাহাকেও দারোগা নিযুক্ত করা হয় নাই। আমরা অবশ্যই ইহা জানাইয়া দিতে চাই যে এই শ্রেণীর লোক খোদাতায়ালার আজাব হইতে কখনও বাঁচিতে পারিবে না।

অন্যান্য মিথ্যা অপবাদ ঃ

অন্যান্য যে সব সবৈব মিথ্যা অপবাদ ও ভিত্তিহীন এলজাম দেওয়া হয় উহা এই যে, আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ), নাউযুবিল্লাহ, খোদা হওয়ার দাবী করিয়াছিলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সমমর্যাদাসম্পন্ন, এমন কি তাঁহার চাইতে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী করিয়াছিলেন এবং নবীদের অমর্যাদা, খাতুনে-জন্নাত হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও অন্যান্য আহ্‌লে-বায়তের অবমাননা করিয়াছিলেন এবং সকল মুসলমানগণকে নাউযুবিল্লাহ 'হারামজাদা এবং ব্যশার 'সন্তান' বলিয়াছিলেন।

এই সকল এলজাম ও অপবাদের প্রথম ও শেষ জবাব তো এই যে, "লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন।" "লা'লাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন।" "লা'লাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন"—("মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অজস্র অভিশাপ বর্ষিত হউক)।

হযরত মির্যা সাহেব খোদা নহেন বরং খোদার আজেয বান্দা হওয়ার দাবীদার ছিলেন এবং যীশু মসীহ (ঈসা আঃ) খোদার

জাত পুত্র হওয়ার খৃষ্টানদের মিথ্যা আকীদার বিরুদ্ধে তিনি একমাত্র বিশ্বব্যাপী সাফল্যজনক জেহাদ জারি করিয়াছিলেন এবং আজও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া জামাত সেই জেহাদকে জারি রাখার তওফীক লাভ করিয়া চলিয়াছে। আল্লাহতায়ালা ব্যতীত সকল খোদার দাবীদারকে হযরত মির্যা সাহেব লা'নতী (অভিশপ্ত) ও হতভাগ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মোকাম ও মর্যাদা ঃ

হযরত মির্যা সাহেব হুজুর পাক মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সমমর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার দাবী তো দূরের কথা, বরং তাঁহার কামেল গোলাম ও নগণ্য দাস হওয়ার দাবীদার ছিলেন। তাঁহার রচিত ৮৮ খানা গ্রন্থ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এশ্‌ক, প্রেম ও ভালবাসায় ভরপুর এবং তাঁহার চরণে নিবেদিত ও আত্মোৎসর্গিত হওয়ার ব্যাকুল আকাংখার বহিঃপ্রকাশেরই স্বাক্ষর বহন করে। যেমন তিনি বলেন ঃ

"তিনিই আমাদের নেতা	وہ پیشوا ہمارا
ও পথের দিশারী,	جس سے نور سارا۔
সকল নূরের উৎস যিনি।	نام اس کا ہے محمد
মোহাম্মদ পবিত্র নাম তাঁর,	دلبر میرا یہی ہے۔
প্রেমাস্পদ তিনি আমার ॥	اس پر میں فدا ہوں
সেই নূরে উৎসর্গিত প্রাণ আমার,	اس کا ہی میں ہوا ہوں
হয়ে গেছি আমি তাঁরই,	وہ ہے میں چیز کیا ہوں
তিনি সব, আমি কিছু নহি,	بس فیصلہ یہی ہے۔
শেষ কথা ইহাই ॥"	(উর্দু দুররে সামীন)

তাঁহার ঈমান ছিল এই যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ শরিয়তদাতা নবী এবং একমাত্র অনুসরণীয়, অনুকরণীয় ও চিরস্থায়ী কল্যাণবর্ষি রসূল। মানবজাতির জন্য এখন তাঁহার গোলামী ছাড়া আর কোন মর্যাদা অবশিষ্ট নাই। তাঁহার সমকক্ষ হওয়ার দাবীদার লা'নতী ও চির অভিশপ্ত। অতএব, যদি এখনও বিরুদ্ধবাদী আলেমরা এই মিথ্যা এলজাম ও অপবাদ হইতে নিবৃত্ত না হন, তাহা হইলে আল্লাহতায়ালাই তাহাদের সহিত যথোপযুক্ত ব্যবহার করিবেন। তাহাদের ব্যাপার আমরা অলেমুল গায়েব ও সর্বশক্তিমান খোদাতায়ালার সমীপেই সমর্পন করিতেছি।

নবীদের পবিত্রতা, সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা ঃ

হযরত মীর্যা সাহেব সকল নবী-রসুলকে নির্দোষ ও নিস্পাপ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহাদের সকলের সম্মান প্রতিষ্ঠায় তিনি আজীবন জেহাদ করিয়াছেন। তাঁহার ঈমান ছিল এই যে, নবীদের অবমাননা মানুষকে অভিশপ্ত করিয়া দেয়। তিনি সকল নবীকেই পাক-পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন, কিন্তু সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও সম্মানিত বলিয়া জানিতেন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে। যেমন তিনি বলিয়াছেন ঃ

"সকল নবীই পাক-পবিত্র,
একে অপর হইতে শ্রেষ্ঠ।
কিন্তু খোদার পরেই মোহাম্মদ
(সাঃ) সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম।"

سب پاک ہیں پیمبر
اک دوسرے سے بہتر۔
لیک از خدائے برتر
خیر الوری یہی ہے۔
(উর্দ্দু দুররে সামীন)

অতএব, আমাদের বিরুদ্ধবাদী উলামা এই জালেমানা মিথ্যা অপবাদ রটনা হইতে বিরত হউন, খোদার শাস্তিকে ভয় করুন। যখন আল্লাহর আযাব আসে, তখন দুনিয়ার কোন শক্তিই মানুষকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারে না।

হযরত মির্যা সাহেবের দৃষ্টিতে আহলে-বায়ত ঃ

আহ্‌লে-বায়ত ও উম্মুল-মুমেনীনগণের পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক উচ্চ মোকাম ও মর্যাদাকে হযরত মির্যা সাহেব তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্থল হইলে স্বীকার করিতেন এবং আহলে-বায়তের অমর্যাদাকে চরম ঘৃণ্য অপরাধ ও পাপ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাঁহার ঈমান ছিল ঃ

"জানও দিলাম ফিদায়ে জামালে মোহাম্মাদ আস্ত।
খাকাম নিসারে কুচায়ে আলে মোহাম্মদ আস্ত।"

অর্থাৎ, "আমার মন-প্রাণ মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সৌন্দর্যে উৎসর্গীকৃত এবং আমার মাটির দেহ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরিবার ও বংশধরের পথে লুণ্ঠিত।" (ফার্সী দুররে সামীন হইতে উদ্ধৃত)

তিনি আরও বলেন ঃ

ولی مناسبة لطيفة بعلی والحسينين ولا يعلم سرها الا رب المشرقين والمغربين وانی احب عليا وابناه واعادی من عاداه۔

(سر الخلافة ص ۳۵)

অর্থাৎ, "হযরত আলী, ইমাম হাসান ও হোসেন (রাঃ··· আনহুমা)-এর সহিত আমার এক অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান, এবং এই রহস্যটি একমাত্র পূর্ব ও পশ্চিম উভয়ের রাব্ব্ আল্লাহ-তায়ালাই জানেন এবং আমি আলী (রাঃ) ও তাঁহার উভয় পুত্রের প্রতি ভালবাসা ও মহব্বত রাখি এবং যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, আমিও তাহার প্রতি শত্রুতা পোষণ করি।" (সিররুল খিলাফৎ, পৃঃ ৩৫)

অতএব, বিরুদ্ধবাদী উলামার নিকট আমাদের নিবেদন, এই জালেমানা মিথ্যা অপবাদ রটনা হইতে নিবৃত্ত হউন। অন্যথায় জানিয়া রাখুন, আল্লাহতায়ালা মিথ্যা অপবাদ রটনাকারীকে কখনও পছন্দ করেন না এবং যখন তিনি কাহাকেও শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন কেহই তাহাকে তাঁহার কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে না।

ইংরেজদের রোপিত বৃক্ষ এবং ইস্রাইলের এজেন্ট ঃ

এই এলজামও দেওয়া হয় যে, আহমদীয়া জামাত ইংরেজদের রোপিত বৃক্ষ। আবার কখনও এই অপবাদও আরোপ করা হয় যে, ইহারা ইস্রাইলের এজেন্ট। আমাদের পক্ষ হইতে ইহার জওয়াব এই যে, 'আলেমুল-গায়েব ওয়াশ্-শাহাদাহ্' (—দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত) খোদাতায়ালাই সাক্ষী যে, এইসব রটনা নির্জলা মিথ্যা ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ঘৃণ্য অপবাদ বৈ আর কিছুই নয়। জামাতে আহমদীয়া ইস্রাইলেরও এজেন্ট নয় এবং ইংরেজদেরও রোপিত বৃক্ষ নয়। বরং এই জামাতটি হইল

ইসলামের উদ্যানকে সবুজ ও সজীব করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে খোদাতায়ালার স্বহস্তে রোপিত বৃক্ষ। যদি আমরা মিথ্যাবাদী হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমরা নিজ মুখে ঘোষণা করিতেছি যে, "লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন" অর্থাৎ "মিথ্যাবাদীদের উপর লা'নত পতিত হউক।"

আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীগণও কি আমাদের মত আল্লাহতায়ালার নামে শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে, তাহারা যদি মিথ্যা অপবাদ রটনাকারী হইয়া থাকেন তাহা হইলে আল্লাহতায়ালা যেন তাহাদের উপর লা'নত ও আযাব অবতীর্ণ করেন এবং তাহাদিগকে দুনিয়া ও আখেরাতে লাঞ্ছিত ও অকৃতকার্য করেন।

মক্কা মুয়ায্যমার পরিবর্তে কাদিয়ানে হজ্জ ঃ

ইহাও বলা হয় যে, আমাদের হজ্জ মক্কা মুয়ায্যমায় নয় বরং কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। জানিনা ইহারা মিথ্যা কথা বলিতে এত লাগাম ছাড়া কি করিয়া হইলেন? আমাদের হজ্জ মক্কায় না হইয়া যদি কাদিয়ানে হয়, এবং তাহাদের মতে আমরা যখন মক্কায় হজ্জ পালনে বিশ্বাসী নই তখন তাহারা আবার জোর-পূর্বক আমাদিগকে মক্কায় হজ্জ পালনে কেন বাধা দেন? তাহাদের তো উচিত, কাদিয়ানে হজ্জ পালনে বাধা দেওয়া। উন্মুক্ত আকাশের নীচে খোলাখুলিভাবে তাহারা এতই নির্জলা মিথ্যা কথা বলিতেছেন যেন তাহাদের লজ্জার কোন বালাই নাই। পৃথিবী তথা মানুষের মধ্যে এমন একজনও কি আছেন যিনি

সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন যে, অমুক বৎসর তিনি কাদিয়ানে আহমদীদিগকে হজ্বব্রত পালন করিতে দেখিয়াছিলেন? সমগ্র পৃথিবীর দেওবন্দী (আহলে হাদীস পন্থী), আহরারী (খতমে-নবুয়ত-মজলিস অনুসারী) এবং মওদুদী পন্থী (জামাত ইসলামী) উলামাকে আমরা চ্যালেঞ্জ করিতেছি যে, তাহারা প্রমাণ করুন, আহমদীরা কাদিয়ানে কখনও হজ্বব্রত পালন করিয়াছে! চলুন, এ কথার উপরই ফয়সালা হইয়া যাক—তাঁহারা কঠোর আযাবের জন্য দোওয়ার সহিত আল্লাহর নামে শপথ করিয়া ঘোষণা করুন, "আহমদীরা মক্কা মুয়ায্যমার পরিবর্তে কাদিয়ানে হজ্ব পালন করিয়া থাকে। এই দাবীতে তাহারা যদি মিথ্যাবাদী হন তাহা হইলে যেন আল্লাহতায়ালার হাজারো লা'নত তাঁহাদের উপরে পতিত হয় এবং ইহকাল ও পরকালে তাহারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হন।" তাহাদের মধ্যে কে আছেন যিনি খোদার নামে অনুরূপ কসম খাওয়ার সৎ সাহস রাখেন?

মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা ঃ

এই নির্লজ্জ ও মিথ্যা অপবাদটিও আরোপ করা হয় যে, মির্যা সাহেব নাউযুবিল্লাহ সকল মুসলমানকে 'হারামী সন্তান' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং তিনি না-কি তাহাদিগকে 'বেশ্যার আওলাদ' বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে মৌলবীরা নিজেদের অপরাধকে চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে হযরত মির্যা সাহেবের প্রতি এই মিথ্যা এলজাম দিয়া থাকেন। অতএব, আমরা চূড়ান্তরূপে প্রমাণ করিতে পারি যে, স্বয়ং এই শ্রেণীর

আলেমরাই নিজেদের ফের্কা ব্যতীত অবশিষ্ট অন্য সকল ফের্কার মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় দ্ব্যর্থহীনরূপে ফতোয়া দিয়া রাখিয়াছেন যে, তাহারা সকলেই 'ওলাদুল-হারাম' (অবৈধ সন্তান) এবং এই কারণে তাহাদের মতে ভিন্ন ফের্কাভুক্ত কোন ব্যক্তি তাহার মা-বাপের ওয়ারেশী পাওয়ারও হক রাখে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দেওবন্দীদের বিরুদ্ধে বরেলভীদের নিম্নরূপ ফতোয়াটি পাঠ করুন :—

"صرف ہندوستان ہی کے علماء نہیں... بلکہ...
افغانستان وخیرا وبخارا وایران ومصر وروم
وشام اور مکہ معظمہ و مدینہ منورہ تمام دیار
عرب و کوفہ و بغداد شریف غرض تمام جہان کے
علمائے اہل سنت نے بالاتفاق یہی فتوی دیا ہے
کہ ... . وہابیہ دیوبندیہ سخت سخت اشد مرتد
وکافر ہیں ایسے کہ جو انکو کافر نہ کہے خود کافر ہو
جائیگا اس کی عورت اس کے عقد سے باہر ہو جائیگی
اور جو اولاد ہو گی وہ حرامی ہو گی اور از
روئے شریعت ترکہ نہ پائیگی"۔

—(فتوی بریلوی علمائے عرب و عجم - شائع کردہ
محمد ابراہیم بھاگلپوری)

অনুবাদ ঃ—"শুধু হিন্দুস্থানের উলামাই নয়……বরং আফ্-গানিস্তান, খিফা, বোখারা, ইরান, মিশর, তুরস্ক, সিরিয়া ও মক্কা মুয়ায্যামা এবং মদীনা মুনাওয়ারা প্রভৃতি আরব জাহান, কুফা ও বাগদাদ শরীফ মোট কথা তামাম জাহানের আহলে-সুন্নত উলামা সর্বসম্মতিক্রমে এই ফতোয়া দিয়াছেন যে…… ওহ্হাবিয়া (আহলে-হাদীস) দেওবন্দীরা শক্ত, অতিশক্ত ও কঠিনতম মুর্তাদ (ধর্মত্যাগী) এবং কাফের ; এমনই কাফের যে, তাহাদিগকে যে কাফের না বলিবে সে নিজে কাফের হইয়া যাইবে, তাহার স্ত্রী তাহার বিবাহ-বন্ধনের আওতার বাহিরে চলিয়া যাইবে (অর্থাৎ স্ত্রী তালাক হইয়া যাইবে) এবং যে সন্তানাদি হইবে তাহারা **হারামী সন্তান** হইবে এবং শরীয়ত অনুযায়ী ওয়ারেশী পাইবে না।"

['ফতোয়া বরেলভী উলামা-এ-আরব ও আজম'—মোহাম্মদ ইব্রাহীম ভাগলপুরী কর্তৃক প্রকাশিত ; এতদ্ব্যতীত, মৌলানা শাহ মোস্তফা রেজা খান প্রণীত "রদ্দে রাফাজা" এবং মুফতি-এ-আজম হিন্দ কর্তৃক সংকলিত "আল মলফুজ" ইত্যাদি গ্রন্থাবলীও দ্রষ্টব্য।]

শুধু উক্ত ফতোয়া দিয়াই উলামা ক্ষান্ত হন নাই বরং এক ফের্কার মৌলভীগণ অন্য ফের্কার মুসলমান এবং তাহাদের বুজুর্গদিগকে এমনই নিষ্ঠুরভাবে অমানবিক ও অশ্লীল গালমন্দ দিয়াছেন যে, লিখনী সেগুলি লিপিবদ্ধ করিতে অক্ষম। এসব গালি-গালাজ শুধু জনসাধারণকেই দেওয়া হয় নাই বরং

শীর্ষস্থানীয় মুসলিম মনীষী ও বুজুর্গান, এমনকি সাহাবা-এ-কেরাম (রাঃ) এবং চতুষ্টয় খোলাফা-এ-রাশেদীনকেও দেওয়া হইয়াছে। আমরা মযহাব ও ধর্মের নামে ফাসাদ ও দাঙ্গা বিস্তারে বিশ্বাসী নই। বরং আমরা ইহার ঘোর বিরোধী। অন্যথায়, এই সকল মৌলভী-মাওলানাদের এহেন বিষোদগারে যদি ইন্ধন যোগান হয়, তাহা হইলে চতুর্দিকে ফেৎনা-ফাসাদ, দাঙ্গা ও হত্যাযজ্ঞের বাজার গরম হইয়া উঠিবে।

যতদুর হযরত মির্যা সাহেব কর্তৃক কঠোর ভাষা প্রয়োগের প্রশ্ন রহিয়াছে ইহার প্রকৃত হাল-হকিকত এই যে, তিনি মুসলমানদিগকে নিম্নরূপ ভঙ্গীতে সম্বোধন করেন ঃ

"اے بزرگان اسلام! خدا تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں میں تمام فرقوں سے بڑھکر نیک ارادے پیدا کرے اور اس نازک وقت میں آپ لوگوں کو اپنے پیارے دین کا سچا خادم بناوے۔

(برکات الدعاء ص ۲۴)

"اے حق کے طالبو اور اسلام کے سچے محبو!!"

(تحفہ اسلام ص ۳)

"پنجاب اور ہندوستان کے مشائخ اور صلحاء اور اہل اللہ با صفا سے حضرت عزت اللہ جل شانہ کی قسم دے کر ایک درخواست کرتا ہوں... اے بزرگان دین و عباد اللہ الصالحین... پنجاب اور ہندوستان کے تمام مشائخ اور فقراء اور صلحاء اور

سردان باصفا کی خدمت میں اللہ جل شانہ کی قسم دیکر التجاء کی جائے کہ وہ میرے بارہ میں اور میرے دعوی کے بارہ میں دعا اور تضرع اور استخارہ سے جناب الٰہی میں توجہ کریں۔

(تبلیغ رسالت جلد ص ۱۴۴ تا ۱۵۰)

(অনুবাদ)— "হে ইসলামের বুজুর্গগণ! খোদাতায়ালা আপনাদের অন্তরে সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক পবিত্র বাসনার সঞ্চার করুন এবং ইসলামের এই সঙ্গীন মুহূর্তে আপনাদিগকে নিজেদের প্রিয় ধর্মের সত্যিকার সেবকে পরিণত করুন।

(বারাকাতুদ দোওয়া, পৃঃ ২৪)

"হে সত্যান্বেষীগণ এবং ইসলামের খাঁটি প্রেমিকগণ।"

(ফাতহে ইসলাম ; পৃঃ ৩)

"পাঞ্জাব ও হিন্দুস্তানের নেতৃস্থানীয় সুফীকুল ও পূণ্যবান ব্যক্তিবর্গ এবং পবিত্রাত্মা ওলিআল্লহগণের সমীপে মহা সম্মানিত আল্লাহ জাল্লাহুশানুহুর কসম দিয়া একটি বিনীত আবেদন···হে বুজুর্গানে-দ্বীন ও আল্লাহর সালেহ (পূণ্যবান) বান্দারা !···পাঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের সমগ্র সুফীকুল দরবেশ, পূণ্যবান ও পবিত্রাত্মা ব্যক্তিবর্গের খেদমতে আল্লাহুজাল্লাশানুহুর কসম দিয়া সবিনয় নিবেদন করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন আমার সম্বন্ধে এবং আমার দাবীর ব্যাপারে দোওয়া, গিরিয়াজারী ও এস্তেখারার মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার হুজুরে সবিশেষ মনোনিবেশ করেন।"

(তবলীগে-রিসালত ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ১৪৪-১৫১)

বস্তুতঃ হযরত মির্যা সাহেব ঐ সকল খৃষ্টান পাদ্রী কিংবা আর্য-সমাজী হিন্দু পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা শক্ত ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহারা আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় প্রভু, মাহবুবে-সুবহানী হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও হৃদয়-বিদারক গালমন্দ ও নির্লজ্জ গালিগালাজ হইতে বিরত হয় নাই। আর তেমনিভাবে ঐ সকল আলেমদের বিরুদ্ধেও প্রত্যুত্তর-মূলক শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহারা তাঁহাকে অতীব অশ্লীল গালমন্দ দেওয়ায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন এবং বার বার বুঝানো সত্বেও নিবৃত্ত হন নাই। তাহারা তাঁহাকে (নাউযুবিল্লাহ) দাজ্জাল, জিন্দীক (কুখ্যাত নাস্তিক), শুকর ইত্যাদি বলিয়াছিল এবং অত্যন্ত অশ্লীল আরও অনেক নামে আখ্যায়িত করিয়াছিল যেগুলি লিপিবদ্ধ করিতেও আমাদের কলম অপারগ। তাহাদিগকে হযরত মির্যা সাহেব বার বার বুঝানো সত্বেও ঐ সকল বিরুদ্ধবাদীরা তখন যেমন নিবৃত্ত হন নাই, তেমনি আজও নিবৃত্ত হইতেছেন না এবং হযরত মির্যা সাহেবকে অত্যন্ত নির্লজ্জ ও হীন-রুচিপূর্ণ বাজারী গালিগালাজ করাটাকেই তাহারা ইসলাম সম্মত পরম ধার্মিকতা বলিয়া জ্ঞান করেন।

ইহা অপেক্ষাও অধিক জুলুম এই যে, এই বিরুদ্ধবাদীরা মুসলমান জনসাধারণের মনে এ ধারণা দিতেও সচেষ্ট যে, হুজুর-পাক মোহাম্মাদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে

কতিপয় গালমন্দ-দানকারী শত্রুদের বিরুদ্ধে হযরত মির্যা সাহেব যে কঠোর ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা নাকি তিনি নাউযুবিল্লাহ মুসলমান জনসাধারণ সুধীবৃন্দের সম্পর্কেই প্রয়োগ করিয়াছেন! অতএব, উক্ত মিথ্যা ওজর পেশ করিয়া তাহারা হযরত মির্যা সাহেব এবং তাঁহার জামাতের বিরুদ্ধে যত খুশী তত অবাচ্য-কুবাচ্য উদ্গীরণ করিয়া যাইতেছেন এবং খোদাকে এতটুকুও ভয় করিতেছেন না।

উলামা কর্তৃক অজস্র বিষোদ্গীরণ ও গালাগালির প্রতি-উত্তরে হযরত মির্যা সাহেব তাঁহার রচিত প্রায় নব্বই খানা গ্রন্থে কয়েকটি মাত্র বাক্যই লিখিয়া ছিলেন এবং সেগুলিও কেবল ঐ সকল আলেমের বিরুদ্ধে, যাহারা স্বয়ং প্রথমে অশ্রাব্য গালিগালাজে সীমালঙ্ঘণ করিয়াছিলেন। প্রতি-উত্তর মূলক তাঁহার ঐ পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে কুরআন শরীফের নিম্নরূপ শিক্ষা অনুযায়ীই ছিল: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم (النساء: ١٤٩) অর্থাৎ— 'যাহার প্রতি জুলুম করা হইয়াছে এমন ব্যক্তি ব্যতীত আর কাহারও খোলাখুলিভাবে কটূক্তি করা আল্লাহতায়ালা পছন্দ করেন না।' (আল-নিসা: ১৪৯)। অর্থাৎ অত্যাচারিত ব্যক্তি যদি জওয়াবী পদক্ষেপ হিসাবে কটূক্তি বা কঠোর ভাষার প্রয়োগ করে তাহা হইলে খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ নয়।

অতএব আমরা সারা বিশ্বের উলামার সম্মুখে এই চ্যালেঞ্জ পেশ করিতেছি যে, তাঁহারা প্রমাণ করিয়া দেখান যে (১)

তাঁহারা নিজেরা অকথ্য গালমন্দ দেওয়ার পূর্বেই হযরত মির্যা সাহেব কোনরূপ কঠোর ভাষার প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং (২) মৌলভীগণ তাঁহাকে যে সব গাল-মন্দ দিয়েছেন এবং আজ পর্যন্ত দিয়া যাইতেছেন, সে সবের সহস্র ভাগের এক ভাগ পরিমাণও জওয়াব হিসাবে তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষার প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিয়ামতকাল অবধি তাহারা প্রমাণ করিতে পারিবেন না। এতটুকুও সত্য যদি তাহাদের মধ্যে থাকিয়া থাকে তাহা হইলে এই চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করিয়া দেখান।

মুসলমান সুধী সমাজ এবং জনসাধারণ সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, তাহারা কখনই জওয়াব হিসাবে কঠোর ভাষা সম্বলিত এই কয়েকটি বাক্যের আওতায় পড়েন না। বরং উক্ত বাক্যগুলি শুধু সীমাতিক্রমকারী দুস্কৃতি পরায়ণ-দের উদ্দেশ্য করিয়াই লিখিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি বলেন ঃ

ليس كلامنا هذا فى اخيارهم بل فى اشرارهم

(অনুবাদ)--"আমাদের এই বক্তব্য কেবল অসাধু ও দুরাচারী আলেমদের সহিতই সম্পর্ক যুক্ত, সেগুলি তাহাদের নেক আলেমদের সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না।"

তারপর তিনি আরও বলেন ঃ

نعوذ بالله من هتك العلماء الصالحين وقدح
الشرفاء المهذبين سواء كانوا من المسلمين
والمسيحيين والاريه (لجة النور ص ٢١)

(অনুবাদ)—"আমরা সৎ ও সদাচারী আলেমদের অবমাননা

হইতে এবং ভদ্র ও সুসভ্য সুধী-বৃন্দের অমর্যাদা হইতে আল্লাহতায়ালার পানাহ্ চাই—তাঁহারা মুসলমানদিগের মধ্য হইতেই হউন কিম্বা খৃষ্টান অথবা আর্য সমাজী হিন্দুদিগের মধ্য হইতেই হউন না কেন।" (লুজ্জাতুন-নূর, পৃঃ ৬)

সর্বসাধারণ মুসলমমানদের সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব ও আবেগানুভূতি কিরূপ ছিল তাহা তাঁর নিম্নরূপ এই কবিতাটিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে :—

اے دل تو نیز خاطر ایناں نگاہ دار
گر خار کنند دعوئے حب پیمبرم

(অনুবাদ)—"হে দিল্! তুমি এই লোকদিগের প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখ, কেননা যাহাই হউক না কেন তাহারা আমার পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রেমের দাবী তো করে।" (ফার্সী দুররে সমীন)

এতদ্ব্যতীত, তিনি তাঁহার অনুসারীদিগকে এই শিক্ষা দান করিয়াছেন যে :

گالیاں سن کر دعا دو پا کے دکھ آرام دو
کبر کی عادت جو دیکھو تم تو دکھاؤ انکسار

(অনুবাদ)—"তোমরা গালিগালাজ শ্রবণেও দোওয়া দিও, দুঃখ পাইয়া সুখ দিও। অহংকার ও দম্ভের স্বভাবের প্রতিউত্তরে তোমরা বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করিও!" (উর্দু দুররে সমীন)

অতঃপর বিরুদ্ধবাদী মৌলভীদের প্ররোচনায় পড়িয়া যে সকল মুসলমান অজ্ঞতাবশতঃ তাঁহাকে গালমন্দ দিয়াছে

তাহাদের ব্যাপারে তাঁহার এবং তাঁহারই অনুসরণে আমাদেরও মনোভাব ও আবেগানুভূতি হইল নিম্নরূপ :—

گالیاں سن کر دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو
رحم ہے جوش میں اور غیظ کو کھا یا ہم نے

(অনুবাদ)—"গালিগালাজ শুনিয়া এই লোকদিগকে আমি দোওয়া দেই। অন্তরে তাহাদের জন্য দয়ার সাগর উদ্বেল, ক্রোধ ও উত্তেজনাকে আমরা দমাইয়া দিয়াছি।"

অতএব, বিরুদ্ধবাদী আলেমরা যদি এখনও মিথ্যা অপবাদ, বিষোদগীরণ ও লোক-উস্কানীমূলক অপপ্রচার হইতে নিবৃত্ত না হন, তাহা হইলে আমরা তাহাদের বিষয়টি 'আহকামুল-হাকেমীন' (সর্বমহান বিচারক) আল্লাহতায়ালার সমীপেই সমর্পন করিতেছি, যাঁহার কুদরত ও ক্ষমতা-মুষ্টির মধ্যে তাহাদের এবং আমাদেরও প্রাণ বেষ্টিত রহিয়াছে। আমরাতো দুর্বল ও অক্ষম এবং জুলুম অত্যাচারের শিকার, কিন্তু আমাদের খোদাতো দুর্বল ও অক্ষম নহেন।

বড়ই আক্ষেপের ব্যাপার যে, উল্লিখিত সব বিষয় জানা সত্বেও এই জামানার বিরুদ্ধবাদী আলেমগণ মুসলমান জনসাধারণকে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে হযরত মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অপবাদ করেন যে, তিনি সকল মুসলমানকে হারামের সন্তান বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন এবং এই মিথ্যা অপবাদ দ্বারা মুসলমানদিগকে উস্কানী দেন যে—'এই অপরাধের জন্য হযরত মির্যা সাহেবকে সত্যবাদী বলিয়া মান্যকারীদিগকে হত্যা

করিয়া ফেল, তাহাদের ঘর-বাড়ী জ্বালাইয়া দাও, তাহাদের স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে জবাই করিয়া ফেল এবং তাহাদের ধন-সম্পদ লুট করিয়া নাও।' বিরুদ্ধাচারী মৌলভীদের এই সব কথা শুনিয়া কাহারও মনে কখনও এই চিন্তার উদয় হয় না যে, এই সর্বৈব নির্জলা মিথ্যা অভিযোগটি যদি সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইসলামের শিক্ষা কি ইহাই যে—'তোমাদিগকে যে ব্যক্তি গালি দেয় তাহার মান্যকারীদেরও বাঁচিয়া থাকার অধিকার ছিনাইয়া লও এবং তাহাদের বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞের বাজার গরম করিয়া তোল?'

ইসলামের শিক্ষা যদি ইহাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল বদ-জবান ও দুর্মুখ আর্য-সমাজী ও খৃষ্টধর্মাবলম্বী ইসলাম বিদ্বেষী দুশমনদের সম্বন্ধে উলামা কী ফতোয়া দান করেন? যাহারা আমাদের প্রভু মানবকুল-শিরোমণি হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে এরূপ অশ্লীল ভাষায় অশ্রাব্য গালিগালাজ করিয়াছে এবং এতই জঘন্য অমর্যাদাকর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়াছে যে, সেগুলি পাঠ করিলে ঘৃণায় মানুষের রক্ত টগবগ করিতে আরম্ভ করে এবং এই জীবনের প্রতি ঘৃণা আসিয়া যায়। উল্লিখিত ইসলাম বিরোধী পুরোহিতদের সহধর্মাবলম্বী ও মতাদর্শী লোকদের এবং তাহাদিগের ধর্মীয় নেতা বা তাহাদিগকে সত্যবাদী বলিয়া মান্য-কারীদের ব্যাপারে এই সকল আলেম-উলামা কী ফতোয়া প্রদান করিবেন? আজ যদি সারা জগতের মোল্লাদিগকেও একত্রিত ও

একজোট করা হয় তথাপি তাহারা হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পদ-ধূলা সম সম্মানেরও উপযোগী নয় বলিয়াই তো ইহা কত বড় অবাক কাণ্ড এবং হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি কত জঘন্য অবমাননাকর আচরণ যে, নিজেদের জন্য তো তাহারা এই নীতি বাছিয়া লইয়াছেন যে, তাহাদিগের মধ্যে অত্যাধিক সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে যে ব্যক্তি গালমন্দ দিয়াছে তাহার সকল অনুসারীকে পাইকারী হারে হত্যা করা হউক আর হত্যা করিলেই সোজা জান্নাতে পৌঁছান যাইবে, কিন্তু যে সকল লোক হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে (নাউযুবিল্লাহ) মিথ্যাবাদী এবং খোদার বিরুদ্ধে বানোয়াটকারী, মিথ্যা অহী-এলহাম রচনাকারী ও প্রতারক বলিয়া বিশ্বাস করে এবং যাহাদের পুরোহিত ও ধর্মীয় নেতারা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে এরূপ জঘন্য ও অশ্রাব্য গালি-গালাজ করিয়াছে, যেগুলি শ্রবণে ভদ্রতা ও শালীনতার মাথা হেট হইয়া যায়, তাহাদের ব্যাপারে এই আলেমদের গয়রত ও আত্মমর্যাদাবোধ কেন নিষ্ক্রিয় ও নিস্তেজ ? এই সকল বিজাতীয় ইসলাম-বিদ্বেষীগণ ও তাহাদের নেতাদের বিরুদ্ধে তাঁহারা কেন এই শিক্ষা দেন না যে, তাহাদের প্রতিটি শিশুকে নিপাত করিয়া দাও এবং তাহাদের ঘর-বাড়ীকে পোড়াইয়া ফেল ? নাউযুবিল্লাহ, হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের তুলনায় কি এই সকল আলেমদের ইজ্জত ও মর্যাদা অধিক ? হুজুর পাক সাল্লা-

ল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অশ্লীল গালিগালাজ শুনিয়াও যে তাহাদের গয়রত ও আত্মসম্মানবোধে কোনই উত্তেজনা ও আলোড়ন সৃষ্টি হয় না?! অতএব মানুষকে নিজেদের এই শিক্ষাদানে যদি তাহারা সত্যবাদী হইয়া থাকেন তাহা হইলে আহমদীদের পালা তো অনেক পরে আসার কথা, বরং আসিতেই পারে না, কেননা আহমদীরা তো হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পায়ের ধুলিকণা। বিরুদ্ধবাদী মৌলভীদের মতাদর্শ অনুযায়ী প্রথমে ইহুদী, খৃষ্টান ও হিন্দু আর্যদের ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যার কাজ সম্পন্ন করার প্রয়োজন (যাহা মূলতঃ অবান্তর এবং ইসলাম কর্তৃক নিষিদ্ধ)। তাহাদের নিকট হইতে যাহারা অর্থ-নৈতিক দান-দক্ষিণা লইয়া উদরপূর্তি করেন ও তাহাদের প্রতি বন্ধুত্বের বাহু বিস্তার করেন এবং তাহাদের সাথে প্রীতি ও সখ্যতার অঙ্গীকার-চুক্তিতে আবদ্ধ হন, তাঁহারা কি সত্যিকার গায়রত দেখাইতে পারিবেন? কিন্তু হত্যা ও লুণ্ঠনের জন্য কেবল আহমদীরাই রহিয়া গিয়াছে? যাহারা কিনা মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের চরণে সর্বান্তকরণে আত্মবিসর্জনকারী এবং ঐ সকল পথে নিজেদের জান-মাল উৎসর্গকারী, যে সব পথে তাঁহার (সাঃ) পবিত্র পদধুলি পড়িয়াছিল।

অতএব আমরা চ্যালেঞ্জ করিতেছি—এ সকল বিরুদ্ধবাদী মৌলভীদের মধ্যে যদি সামান্যতমও সততা ও গয়রত থাকে, তাহা হইলে আমাদের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়া হুজুরপাক

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে প্রতারক ও মিথ্যাবাদী বলিয়া আখ্যাদানকারী এবং অতিশয় নাপাক গালিগালাজকারী হিন্দু, খৃষ্টান ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে নিজ নিজ দেশে তাহাদিগকে হত্যা ও লুণ্ঠন করার জন্য মুসলমানদের উস্কানীমূলক শিক্ষা দিতে পারিবেন কি ? হিন্দুস্তানের এইরূপ মৌলভীগণ হিন্দুস্তানের হিন্দু, খৃষ্টান ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে তলোয়ার লইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারিবেন কি এবং হিন্দুস্তানের মুসলমানদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে পারেন কি ? অনুরূপভাবে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের এইরূপ মৌলভীগণ পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুসলমানদিগকে সেখানকার হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে তদ্রূপ উস্কানি দিতে পারিবেন কি ? তেমনি রাশিয়া, আমেরিকা, চীন, জাপান, আফ্রিকা ও ইউরোপে বসবাসকারী হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে তলোয়ার লইয়া দাঁড়াইতে এবং এই সকল দেশে বসবাসকারী ইহুদী, খৃষ্টান ও হিন্দু পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে সেখানকার মুসলমানদেরকে ক্ষেপাইয়া তুলিতে পারিবেন কি ? হাঁ, ঐ সকল লোকের বিরুদ্ধে, যাহারা 'সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী' নবীশ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে প্রতারক ও মিথ্যাবাদী বলিয়া সাব্যস্ত করে এবং তাঁহার পবিত্রতা ও তাঁহার মহাসম্মানিতা পত্নীগণ ও আহলে-বায়তের পবিত্রতা ও সতীত্বের উপর এমন সব নির্লজ্জ ও হীন আঘাত হানে যেগুলি পাঠ করিয়া প্রতিটি রসুল-প্রেমিকের হৃদয় ফাটিয়া যাইতে চায়।

হাঁ, আমরা চ্যালেঞ্জ করি, আবার চ্যালেঞ্জ করি এবং আরও চ্যালেঞ্জ করি যে, তাহাদের (বিরুদ্ধবাদী উলামা) অন্তরে যদি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং গয়রত ও আত্মমর্যাদাবোধের লেশমাত্রও থাকিয়া থাকে এবং তাহারা ইসলামের ইহাই শিক্ষা বলিয়া মনে করেন যে, পবিত্র ব্যক্তিদিগের নিন্দাকারী-দের পাইকারী হারে কতল করা এবং তাহাদের বাড়ী-ঘর পোড়াইয়া দেওয়া ফরয (কর্তব্য), তাহা হইলে আগাইয়া আসুন এবং উল্লিখিত বিধর্মীদের ক্ষেত্রে অনুরূপ কার্য সাধন করিয়া দেখাইয়া দিন। কিন্তু আমরা ইহা জানি যে, ইঁহারা কখনও উক্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিতে পারেন না—কিয়ামতকাল অবধি গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

তবে অবশ্য আলেমদের দ্বারা যদি শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা করাইতে হয় তাহা হইলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শত আগ্রহ সহকারে এই খেদমত সাধনে তাহারা হাজির হইয়া যাইবেন; যদি দেওবন্দী ও বরেলবী দাঙ্গা-ফাসাদ করাইতে হয় তাহা হইলে বিসমিল্লাহ! লাব্বাইক বলিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িবেন। আহমদীদের বিরুদ্ধে যদি দাঙ্গা বাঁধাইতে হয়, তাহা হইলে বড়ই উৎসাহ ও উল্লাসের সহিত ইসলামের মুখে কালিমা লেপনকারী এই না-হক ও অন্যায় খুন-খারাপির দিকে মানুষদের আহ্বান জানাইতে থাকেন। তাঁহাদের এই চিরাচরিত আচরণে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহাদের বিবেচনায় মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়া সাল্লাম ও ইসলামের দুশমন যেন স্বয়ং মুসলিম উম্মাহ্‌ই বটে। তাহাদের মতে মুসলিম নামধারীগণ যদি অন্য মুসলমানের গলা কাটে, তাহা হইলেই যেন খোদাতায়ালা সন্তুষ্ট হইবেন ; অপরপক্ষে (সাবধান !) ইসলাম ও মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি বিদ্বেষপোষণকারী দুশমনদিগকে কিছুই বলিও না, পাছে খোদাতায়ালা অসন্তুষ্ট হইয়া যান !

ইহাই হইল এই সকল লোকের ইসলাম ! আফসোস ! শত আফসোস !! ফেৎনা-ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার দানের উদ্দেশ্যে এইরূপ মৌলভী-মাওলানাদের দৌড় মসজিদ পর্যন্তই। প্রতিটি ভিন্ন ফের্কার মসজিদকে 'মসজিদে যিরার' ('মোনাফেকগণ দ্বারা নির্মিত ক্ষতি সাধনকারী অবৈধ মসজিদ') বলিয়া তাহারা দেখিতে পায়। প্রতিটি ভিন্ন মুসলিম ফের্কা ইসলামের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু বলিয়া তাহারা প্রত্যক্ষ করে। আহমদীয়াত তো হইল মাত্র 'একশত বৎসরের সমস্যা', শত সহস্র বৎসর হইতে এই মোল্লারা কেন এই উম্মতের একাংশকে অন্য অংশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করাইয়া আসিতেছেন ? যদি ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে কেহ অজ্ঞ হইয়া থাকেন তাহা হইলে আশেপাশে ঘটমান সাম্প্রতিক কালের ঘটনাবলীর প্রতিই কেন তাকাইয়া দেখেন না ?

হে সরলমনা মুসলমানগণ ! আপনারা কেন দেখেন না এবং কেন বুঝেন না যে, আজ মুসলিম বিশ্বের চতুর্দিকে যে ফেৎনা-

ফাসাদ ও বিবাদ-বিসংবাদ বিরাজ করিতেছে ইহা 'মোল্লাতন্ত্রেরই অবদান' বৈ আর কিছুই নয়। একে অন্যের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর শিক্ষাই সর্বত্র মুসলমানকে মুসলমানের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। পক্ষান্তরে নাস্তিকের প্রতিও মোল্লার ক্রোধের উদ্রেক হয় না; মুশরেকের প্রতিও না, ইহুদীদের প্রতিও না, খৃষ্টানদের প্রতিও না। রাশিয়ার দিক হইতেও তাহাদের খাত্‌রা নাই; আমেরিকার দিকে হইতেও তাহাদের কোন বিপদের আশংকা নাই, চীনের দিক হইতেও নাই, জাপানের দিক হইতেও নাই। তাহাদের ক্রোধের উদ্রেক কেবল মুসলমান বলিয়া পরিচিত গন-মানবগোষ্ঠী তথা নিখিল মুসলিম উম্মাহ্‌র উপরই ইহয়া থাকে। আর শুধু ঐ সকল লোকের উপরই রাগে তাঁহারা যেন ফাটিয়া পড়িতে চাহেন যাহারা দিবারাত্র হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ প্রেরণ করিয়া থাকে।

আল্লামা ইকবালের নিম্নের উক্তিটি কতই না যথার্থ ও সত্য হইত, যদি আল্লাহর পরিবর্তে মোল্লাদিগের ও তাদেরকে নিজেদের হীন স্বার্থে ব্যবহারকারীদের প্রতি আরোপ করিতেন :—

رحمتیں تیری ہیں اغیار کے شانوں پر
برق گرتی ہے تو بے چارے مسلمانوں پر

অর্থাৎ—"তোমার অনুগ্রহরাজী বর্ষিত হইতেছে অপরের গৃহগুলির উপর! বজ্রপাত হইতেছে কেবল বেচারা মুসলমানদের উপর!!" (বাঙ্গে দারা)

فاعتبروا یا اولی الالباب

—'অতএব উপদেশ গ্রহণ করুন হে বিবেক-বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ!' অন্যথা স্মরণ রাখিবেন, মোল্লাতন্ত্র যেমন পূর্বে মহান মুসলিম সালতানাত ও সাম্রাজ্য সমূহকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও টুকরা টুকরা করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল, আপনাদের সঙ্গেও তদ্রূপ ধ্বংসাত্মক আচরণ করিয়া চলিয়াছে।

লক্ষ্য করুন, মোল্লার উপরে নিম্নরূপ পংক্তি দুইটি কতই না যথার্থরূপে প্রযোজ্য হইতেছে:

ہو تم دوست جس کے ۔ دشمن اسکا آسماں کیوں ہو

অর্থাৎ—"তোমরা যাদের বন্ধু হলে, তাদের 'পরে আসমান ভাংবে কি বলে? (তোমরাই তাদের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট)।"

ওয়াসসালাম—

—সত্য ও হক্ কথার বিনীত উপদেশ দানকারী:

শান্তিপ্রিয় আন্তর্জাতিক
আহমদীয়া জামাতের সদস্যবৃন্দ

ভ্রম-সংশোধন:

অত্র পুস্তিকার ৬-এর পাতায় ৪র্থ লাইনে "এবং তাহাদের বান্দাদের" শব্দগুলির পরিবর্তে "এবং তাঁহার বান্দাদের" হইবে।

পুস্তিকাটিতে আরও কিছু 'মুদ্রণ-প্রমাদ' থাকিতে পারে। এরূপ অনিচ্ছাকৃত ভ্রমের জন্য আমরা দুঃখিত।

আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদসমূহের উত্তর সম্বলিত কয়েকটি পুস্তক-পুস্তিকার তালিকাঃ

১। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'শ্বেত-পত্রে'র উত্তর সম্বলিত জুমুয়ার খোৎবা সমূহ (হযরত ইমাম জামাত আহমদীয়া কর্তৃক প্রণীত),

২। আহমদীয়া তবলিগী পকেট বুক,

৩। আহমদীয়া তা'লিমী পকেট বুক,

৪। মোহাম্মদী মসীহ,

৫। মৌলানা মওদুদীর পুস্তক 'খতমে নবুয়তে'র উপর জ্ঞানগর্ভ পর্যালোচনা,

৬। অতীতের বুজুর্গানে-দ্বীনের ব্যাখ্যার আলোকে খতমে-নবুওয়াত,

৭। একটি সদুপদেশ

৮। সত্যানুসন্ধানের আন্তরিক আহ্বান ও অপবাদ খণ্ডন,

৯। ওফাতে ঈসা (আঃ),

১০। 'দুনিয়া-এ-মাযাহেব কে সানসানীখেয ইনকিশাফাত' ইত্যাদি।

প্রকাশনায় : [illegible] বাংলাদেশ
মুদ্রণে : আহমদীয়া আর্ট প্রেস
৪, বকশীবাজার রোড
ঢাকা-১২১১

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মউওদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য, এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দুমাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃত-পক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, প্রকাশ্যে আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?"

"আলা ইন্না লা নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

("আইয়ামুস সুলেহ," পৃঃ ৮৬-৮৭)।

প্রকাশনায় : আহ্‌মদীয়া, বাংলাদেশ
মুদ্রণে : আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস
৪, বকশীবাজার রোড
ঢাকা-১২১১